কালের কণ্ঠ ৩১.১০.১৭

□ www.kalerkantho.com

মুক্তধারা

editorial@kalerkantho.com

এ কে এম আতিকুর রহমান ▷

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হবে উন্নয়নের আরেক মাইলফলক

হংকং বা সিঙ্গাপুর যদি এত বছর আগে সাগর থেকে মাটি উদ্ধার করে বিমানবন্দর নির্মাণ করতে পারে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই শিবচরের ওই চরাঞ্চলে পদ্মা নদী থেকে জমি উদ্ধার করে প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি নির্মাণ করতে কৃতকার্য হব। আমার বিশ্বাস, বিমানবন্দরটি নির্মাণে বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে আসবে। পদ্মা সেতুর মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আরেকটি সাহসী পদক্ষেপ হবে এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন। বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি তিনি এভাবেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন—এটাই জাতির প্রত্যাশা

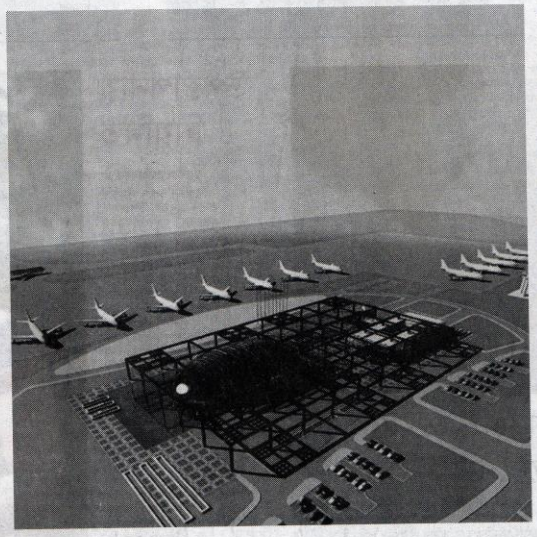

গত ২৬ অক্টোবর একটি দৈনিকে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হবে পদ্মার দক্ষিণ পারে বিষয়ক সংবাদটি পড়ে খুবই ভালো লাগল। বাংলাদেশে আধুনিক ছাপতা ও বাস্তবিক অর্থেই আন্তর্জাতিক মানের একটি বিমানবন্দর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এ ব্যাপারে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, এ বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্যই আমার আজকের লেখাটি।

সম্ভবত ২০০৯ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার আড়িয়াল বিল এলাকায় প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অত্যন্ত আধুনিক ও বিশ্বমানের একটি বিমানবন্দর নির্মাণের চিন্তাভাবনা থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই উদ্যোগটি নিয়েছিলেন। হয়তো দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে এই বিমানবন্দরটি হবে অন্যতম বিমান পরিচালন কেন্দ্রবিন্দু—এ অনুভব থেকেই তিনি ওই চিন্তা করেছিলেন। তখন বেশ কয়েকটি কারণেই বিমানবন্দরটি নির্মাণের জন্য আড়িয়াল বিল এলাকাটিকে উপযুক্ত মনে করা হয়েছিল। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কৃত্রিম জনগণকে ভুল বোঝানোর পরিপ্রেক্ষিতে এই এলাকায় ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ফলে ওই স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর শুরু হয় আবার নতুন করে স্থান নির্বাচনের পালা। ও ঘটনাগুলো যখন ঘটে আমি তখন মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার।

আমরা সেই সময় পদ্মা সেতু নির্মাণের ব্যাপারে মালয়েশিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবারই মালয়েশিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করেছেন। আশা করা হয়েছিল মালয়েশিয়া সেতুটি নির্মাণ করবে। যাই হোক, দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়া পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারেনি। আমাদের নিজস্ব অর্থায়নেই সেটি তৈরি হচ্ছে। সেই ইতিহাস আর টানছি না। ওই সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রসঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তিনি প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তাঁর দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। তবে পদ্মা সেতু নির্মাণে মালয়েশিয়া সফল হতে না পারায় আমি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে মালয়েশিয়ার দু-একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ করলেও পরে আর এগোতে সাহস পাইনি। কিন্তু আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম বিমানবন্দরটি নির্মিত হোক।

যতটুকু মনে পড়ে আড়িয়াল বিল এলাকায় বিমানবন্দরটি নির্মাণ করা সম্ভব না হওয়ায় তখন থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মার দক্ষিণ পারে, বিশেষ করে পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী কোনো সুবিধাজনক স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা করছিলেন। কারণ সেটি হবে মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের কেন্দ্রে, অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থানে। আমরা জানি, পদ্মা সেতুর দক্ষিণ পারের একদিকে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলা, অন্যদিকে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা। সেতুর পূর্ব পাশের চেয়ে উত্তর-পশ্চিম পাশের চর এলাকা নানা কারণে, বিশেষ করে আয়তনের দিক থেকে সুবিধাজনক। ওখানে কমপক্ষে ৩০ বর্গকিলোমিটারের বেশি আয়তনের একটি এলাকা নদী থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। ফসলি বা ব্যক্তিগত জায়গাজমি হুকুমদখল করার তেমন একটা প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা হবে খুবই সীমিত। এ ছাড়া নদী শাসনের অর্থাৎ পদ্মা সেতুর জন্য নদীর তীর রক্ষার যে বাঁধ নির্মাণ করা হবে, তা বিমানবন্দরের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্ধিত করে একই প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় রাখা যাবে। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে নদী থেকে উদ্ধারকৃত জমি বালুকাময় হওয়ায় সম্ভবত ওই মাটিতে নির্মাণকাজ শুরু করতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার দরকার পড়বে না। সর্বোপরি ভবিষ্যতে বিমানবন্দরের আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজন হলে তা-ও সম্ভব হবে।

ওই এলাকায় বিমানবন্দরটি নির্মাণ করা হলে অতি সহজেই ঢাকা-খুলনা মহাস
সংযোগ সড়কের মাধ্যমে স
রেলওয়ে সুবিধার জন্য
'বিমানবন্দর স্টেশন' নামে এ
যেতে পারে। সর্বোপরি ন
করার রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ
পাশে উপযুক্ত স্থানে একটি
ছাড়াও একটি অভ্যন্তরীণ
পারে।

আমার মনে হয়, শিবচরের
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমান
আমাদের জন্য অনেক সহ
হবে। উল্লেখযোগ্য সুবিধা
হুকুমদখল ও তদসংক্রান্ত ব
এলাকায় জনবসতি খুব কম
পুনরুদ্ধার করা জমির সর্ব
সরকারের জমি। ২. বর্তমা
পরিমাণ খুবই কম। বেশি
এবং বছরের বেশি সময়
কারণে চাষাবাদ করা সম্ভব
ঢাকার সঙ্গে পদ্মা সেতুর
থাকবে। বরিশাল ও খুল
যথাক্রমে ফরিদপুর-ব
মহাসড়কের মাধ্যমে। উ
রংপুর বিভাগ দুটিকে স
বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে স
ভবিষ্যতে চাঁদপুর ও শরী
করতে হবে মেঘনা নদী
মেঘনা সেতু নির্মিত হলে
উত্তর বাংলার সঙ্গে সংযু
ঘিরে অতি সহজেই গড়
সুযোগ-সুবিধা। ট্রানজিট ব
আকর্ষণীয়, অর্থাৎ তাদে
অন্যতম ভূমিকা রাখতে
ঘিরে হোটেল নির্মিত হ
শহরতলি। ৫. বিমানব
বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে
আকাশপথে পণ্য পরিবহ
কোনো বিমানবন্দরে
প্রত্যক্ষভাবে বেশ কয়েক
সুযোগ সৃষ্টি করবে।
লোক কর্মসংস্থানের
বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থলে
সুবিধার কারণে প্রতিটি
গুরুত্ব পাবে। ৮. দক্ষি
অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে
দেশগুলোর যোগাযোগ
প্রস্তাবিত বিমানবন্দরটি
পৃথিবীর বেশির ভাগ
শহর থেকে বেশ দূরে
পর্যন্ত)। সেই হিসাবে
একটি উপযুক্ত পছন্দ
আমরা জানি, পৃথিবী
হংকং আন্তর্জাতিক
বর্গকিলোমিটার আয়ত
ভূমির ওপর। ১৯৮৮
নির্মাণে সময় লেগেছি
আয়তনের জমির
আন্তর্জাতিক বিমানব
বিমান পরিচালনকেন্দ্র
সম্পূর্ণ জায়গাই স
বিমানবন্দর থেকে
আসা-যাওয়া করে।
হংকং বা সিঙ্গাপুর য
মাটি উদ্ধার করে
তাহলে আমরা নিশ্চ
নদী থেকে জমি
আন্তর্জাতিক বিমানব
আমার বিশ্বাস,
প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি
এ প্রকল্পটির বাস্তব
তিনি এভাবেই
জাতির প্রত্যাশা।